

## মৃদুভাষণের সময় শেষ হয়ে গেছে :

মুনতাসীর মামুন

...আমাকে বলেছিলেন, আপনার ও গাফফার চৌধুরীর ওপর ভরসা করে পত্রিকা বের করছি। আর কেউ না লিখুক, আপনাদের লিখতেই হবে। আমরা কথা দিয়েছিলাম ও কথা রেখেছিলাম। বলেছিলাম, এখন কর্কশ ভাষণের সময়, আপনি পত্রিকার নাম রাখছেন মৃদুভাষণ। এই স্বর হারিয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন, মৃদুভাষণটা ফিরিয়ে আনা দরকার।...

...নিজামী-খালেদা শাসনামলে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছে তার ইতি এখানেই হবে না। যেদিন তারা ক্ষমতায় এসেছে সেদিন থেকেই আমরা বলেছি বাংলাদেশ এখন জিয়াউল হকের আমলের পাকিস্তান ও তালেবান আমলের আফগানিস্তান হয়ে যাবে। যারা তখন আমাদের অর্বাচীন বলেছিলেন তাদের বক্তব্য আমরা এখন শুনতে চাই।...

...বাংলাদেশ কি তাহলে একটি টেরোরিস্ট দেশ হিসেবে পরিচিত হবে না? এই কি আমাদের ভাগ্য? এই জন্যই কি দেশটি স্বাধীন হয়েছিল? বেগম জিয়া কি বুঝছেন না তাদের এবং দেশের ভাবমূর্তি কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?...

গত পরশু গভীর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলো। এরপর আধো ঘুমে আধো জাগরণে রাত কেটেছে। সারাটা দিন ইতিহাস বিষয়ে আলোচনার পর প্রচণ্ড ক্লান্তি নিয়ে ফিরেছি এবং গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছি। খুব ভোরে এক সুহৃদ ফোন করে জানালেন, কিবরিয়া সাহেব নেই। আমি তখনো কিছু বুঝতে পারছিলাম না। বললেন, গ্রেনেড হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন। অনেক কাগজ খুঁজে একমাত্র দৈনিক স্টেটসম্যানের বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেলো। আর এখানকার কাগজ দেখে আমার মনে হলো, বাংলাদেশকে তারা ভুটানের মতো মনে করে। সেটি স্বাভাবিক। কিন্তু যে বিষয়টি তারা

বুঝতে অক্ষম তা হলো, যুদ্ধের ফ্রন্ট আর কাশ্মির নয়। সেটি নেপাল-বাংলাদেশ সীমান্ত। এই দুদেশের ঘটনা অভিঘাত হানবে অবশ্যই পূর্বাঞ্চলে।

জনাব কিবরিয়ার মতো সজ্জন ব্যক্তি বাংলাদেশের রাজনীতিতে কমই এসেছেন। তিনি যে পদে যেখানে বিচরণ করেছেন সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। শুধু জেনেছিলাম, মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। আশির দশকে 'বিচিত্রা'য় হামিদুল হক চৌধুরীর আত্মজীবনী ওপর একটি দীর্ঘ লেখা লিখেছিলাম। জনাব কিবরিয়া ব্যাংকক থেকে তার ওপর ইতিবাচক এক দীর্ঘ প্রতিক্রিয়া লিখে পাঠিয়েছিলেন বিচিত্রায়। তখন তিনি এসকাপের মহাসচিব। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পর মাঝে মাঝে দেখা হতো। আমি তার থেকে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট কিন্তু এমনভাবে কথা বলতেন যেন আমি তার সমবয়সী। 'প্রফেসর সাহেব' ছাড়া কখনো তিনি আমাকে সম্বোধন করেননি। আওয়ামী লীগ আমলে তিনিই একমাত্র মন্ত্রী যিনি আমাদের অনেককে মাঝে মাঝে ফোন করে খবর নিতেন। একবার আমাকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, একটি সূতি সংসদের উদ্যোগে সুরগিকা বের করার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকে বিজ্ঞাপনের আবেদন করা হয়েছে, সাহায্য চাওয়া হয়েছে। সেখানে আমার স্বাক্ষর দেখা সত্ত্বেও তার বিশ্বাস হয়নি। যে জন্য আমাকে ফোন করে জানতে চাইছেন ব্যাপারটা কী? আমি জানালাম, আমি এর কিছুই জানি না। স্বাক্ষরটি জাল। আমি যখন জেলে, তখন তিনিই একমাত্র পত্রিকা সম্পাদক যিনি আমার স্ত্রীকে আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন বহু পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। ঘনিষ্ঠ থেকেছি। কেউ এই সৌজন্য দেখায়নি। অসভ্য ব্যবহারেও দু'একজন দ্বিধা করেননি। আমাদের সারা দেশে যা চলছে তারই চাপ পড়ছে এভাবে বিভিন্ন জায়গায়। মানবিক বোধ হারিয়ে যাচ্ছে, অসভ্য হয়ে যাচ্ছে দেশটা। সেখানে কিবরিয়া সাহেবদের মতো সৌজন্যবোধ সম্পন্ন মানুষ বেঁচে থাকবেন কী করে?

রাজনীতি থেকে তিনি আস্তে আস্তে সরে আসতে চেয়েছিলেন। সংসদের এই টার্ম শেষ হলে হয়তো অবসরও নিতেন। এ রকম কথাবার্তা বলছিলেনও। আমরা অনেকে সায় দিয়েছিলাম। কারণ আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা জানেন না কখন রাজনীতিতে থাকতে হয়, কখন অবসর নিতে হয়।

এ কারণেই সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ প্রকাশ শুরু করেছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের আগে আমাকে বলেছিলেন, আপনার ও গাফফার চৌধুরীর ওপর ভরসা করে পত্রিকা বের করছি। আর কেউ না লিখুক, আপনাদের লিখতেই হবে। আমরা কথা দিয়েছিলাম ও কথা রেখেছিলাম। বলেছিলাম, এখন কর্কশ ভাষণের সময়, আপনি পত্রিকার নাম রাখছেন মৃদুভাষণ। এই স্বর হারিয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন, মৃদুভাষণটা ফিরিয়ে আনা দরকার। কিছু বলিনি। ওরা জানেন না, বাংলাদেশে মৃদুভাষণের সময় শেষ হয়ে গেছে।

কর্কশ ভাষণ দিয়ে কর্কশ ভাষাকে রুখলেই একমাত্র মৃদুভাষণ ফিরে আসতে পারে। নিজামী-খালেদা শাসনামলে যে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়েছে তার ইতি এখানেই হবে না। যেদিন তারা ক্ষমতায় এসেছে সেদিন থেকেই আমরা বলেছি বাংলাদেশ এখন জিয়াউল হকের আমলের পাকিস্তান ও তালেবান আমলের আফগানিস্তান হয়ে যাবে। যারা তখন আমাদের অর্বাচীন বলেছিলেন তাদের বক্তব্য আমরা এখন শুনতে চাই। সে সময় বুশ ও ভারতের বিজেপি সরকার সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছে জোটকে। ফলে জোট আর কোনোদিকে ফিরে তাকায়নি। বলা যেতে পারে, যেসব হত্যা হচ্ছে তার একটি বিশেষ পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আছে এবং সরকারও তা জানে। না হলে কখনো কোনো হত্যাকারী গ্রেপ্তার হবে না কেন? বাংলা ভাই এখনো কেন ঘুরে বেড়ায়? র্যাব সবাইকে সন্ত্রাসী মনে করলেও বাংলা ভাইকে মনে করে না কেন?

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয়। বেছে বেছে আওয়ামী লীগের দক্ষ, সৎ ও মননশীল মানুষদের ওপর হামলা হচ্ছে। আক্রমণকারীরা প্রথমে শেখ হাসিনাকে নিকেশ করতে চায় তারপর যারা দক্ষ, সৎ তাদের। আহসানউল্লাহ মাস্টারের কথা স্মরণ করুন। সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বা মেয়র কামরানের কথা ভাবুন। এখন গেলেন জনাব কিবরিয়া। তারা জানে আওয়ামী লীগের একজন কিবরিয়া বা একজন আহসানউল্লাহ মাস্টার বা একজন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত গেলে বিশজন তা পূরণ করতে পারবেন না এবং এটাও ঠিক আওয়ামী লীগের একটা অংশ দক্ষ, মেধাবী, সৎ সমর্থক বা সভ্য চান না। আরো লক্ষণীয়, এই সংসদে শুধু আওয়ামী লীগের সাংসদদেরই হত্যা করা হচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে সংসদ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি।

সেন্টিমেন্টাল মনে হবে কিন্তু জোট সমর্থক বা 'নিরপেক্ষ' সবাইকে বলি- যে পাঁচ বছর জনাব কিবরিয়া অর্থমন্ত্রী ছিলেন সে পাঁচ বছর জিনিসপত্রের দাম মোটেই বাড়েনি। বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ধরনের মানুষ নিহত হলে কি আপনাদের লাভ হবে না বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে? একের পর এক এই ধরনের হত্যা তারপর যখন বিরোধীরা কোনো প্রতিরোধের বিষয়ে একমত হতে পারে না এবং তত্ত্ব আওড়ায় তখন মনে হয় এরাই বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতি করছে এখন। সাধারণ মানুষ ক্রন্দন শুনতে চায় না, বিপ্লবী বাম ও আওয়ামী লীগ নেতাদের একই বিবৃতি আর সহ্য হয় না। এরা যদি না জানেন মানুষ কি চায় তাহলে বক্তৃতা-বিবৃতি বাদ দিয়ে ঘরে বসে থাকলেই দেশের উপকার করবেন বেশি। আর হত্যাকারীরা তাই চায়। তারা আরো চায় যাতে নির্বাচনের সময়েও কেউ ঘর ছেড়ে না বের হন।

আমরা এ দেশটিকে অসভ্যের দেশে পরিণত করছি। পরিণত করছি পাকিস্তানের মতো একটি দুর্বৃত্ত দেশে। এদেশে খুন হয় কিন্তু কোনো খুনের বিচার হয় না। এই একটি পরিমাপকই যথেষ্ট। যারা এখন সুস্থভাবে বাঁচতে চান, জানি তাদের পরামর্শ দিতে হবে

না, তারা দ্রুত দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। জোট সরকারকে দায়ী করে লাভ কি? তারা যে মিশনে এসেছে সে মিশন সফল করেছে। যারা প্রতিরোধ গড়তে পারতো তারাও আত্মবিক্রয় করেছে। বৃহন্নলা বুদ্ধিজীবী। বিবৃতি প্রদানকারী রাজনীতিবিদরা এই অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলছেন মাত্র। জোটকে প্রতিরোধ না করা এখন শুধু অপরাধ নয়, পাপও।

তারপর আরো অনেকে যাবেন, আমরাও। হয়তো, আগের অনেক ঘটনার মতো আমাদেরও তারা এই হত্যার জন্য দোষী করবেন যাতে আমাদের নিকেশ করা যায়। তা করুন। বাংলাদেশ কি তাহলে একটি টেরোরিস্ট দেশ হিসেবে পরিচিত হবে না? এই কি আমাদের ভাগ্য? এই জন্যই কি দেশটি স্বাধীন হয়েছিল? বেগম জিয়া কি বুঝছেন না তাদের এবং দেশের ভাবমূর্তি কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে? জোটের সবাই ভাবছেন ভালো থাকবেন? স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সুখে কালাতিপাত করবেন? বা আমাদের প্রতিবেশীরা ভাবছেন, চুপ থাকাই ভালো? মনে রাখা দরকার, বনে আগুন লাগলে গোলাপ বাগান রক্ষার কথা কেউ ভাবে না। প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে নিজের ঘরও নিরাপদ থাকে না।

উৎসঃ ভোরের কাগজ, ২৯ জানুয়ারী, ২০০৫